বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এর সঙ্গে কিছুক্ষণ

-মরুপলাশ, রিয়াদ

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী অফিসিয়াল সফরে এসেছিলেন সউদী আরবে। রিয়াদে (০৩জুলাই'১১, রবিবার) এলে তাঁকে বাংলাদেশী পণ্য আমদানীকারক সমিতি পক্ষ থেকে সমিতির সভাপতি জনাব কাপ্তান হোসেন স্থানীয় ফাইভ ষ্টার হোটেল রিয়াদ প্যালেসে এক ঝাঁকঝমকপূর্ণ সংবর্ধনার আয়োজন করেন। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী মহোদয়কে আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করেন রিয়াদের বাঙালি কমিউনিটির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো। সংবর্ধনার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সবাইর কণ্ঠে বেশ কিছু চমৎকার আন্ত রিকতাপূর্ণ শব্দ উচ্চারিত হতে শুনি-মুহিত ভাই বাংলাদেশে এযাবৎকালের একজন সফল অর্থমন্ত্রী। মনটি যেন শ্রাবণ সিক্ততায় ভরে গেলো। মনে হয়েছে এমন কিছু শব্দের ফুলেল পাপড়ির আশায় মনটি উচাটন হয়েছিলো।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী এদেশে ছিলেন একজন 'রয়েল গ্যাষ্ট'। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়া ছিলো রীতিমতো দুরুহ ব্যাপার। বিষয়টি কিছুটা সহজলভ্য হলো যখন তিনি ১ঃ৩০মিঃ রয়েল প্যালেস থেকে হোটেলের সংবর্ধনার স্থলে এসে পৌঁছেন। হোটেলে প্রবেশ করতেই অভ্যর্থনাকারীদের ও আরব নিউজ এর ষ্টাফ ফটোগ্রাফার ইকবাল হোসাইন এর কাছে জানতে চান-রিয়াদে মিডিয়া পারসোন্যাল দেওয়ান বাসেত কে? মরুপলাশ সম্পাদক দেওয়ান আবদুল বাসেত তখন হোটেলের ভেতরে সংবর্ধনার মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে রিয়াদের সুপরিচিত মুখ ব্যবসায়ী ডাক্তার আরিফের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ডা. আরিফ তখন তিনি তার ল্যাপটপটির বিভিন্ন টেননিক্যাল বিষয়টি নিয়ে ব্যস্ত। জানতে চাইলে তিনি জানালেন অনুষ্ঠানে তিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সচিত্র জীবনালেখ্য তুলে ধরবেন। আরব নিউজ এর ইকবাল হোসেন যখন সংবাদটি দেওয়ান বাসেতের কাছে দিলেন, তখন ডা. আরিফ ও একই কথা বলছিলেন-যে মুহিত ভাই রিয়াদে নেমেই দেওয়ান বাসেত এবং ডা.আরিফ কে- জানতে চেয়েছেন, দেখতে চেয়েছেন। ডা. আরিফের কথা প্রথমত মশকরা মনে হলেও পরে হোটেলের মেইন লবি থেকে উড়ে আসা আরব নিউজের খবরের সঙ্গে মিলে গেলে দেওয়ান বাসেত মন্ত্রীর উদ্দেশে হোটেল করিডোরের দিকে কক্ষচুত উল্কার বেগে ছুটে গেলেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেওয়ানের কখনই কোন আলাপ পরিচয় হয়নি। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী রিয়াদে এসে দেওয়ান বাসেতকে খোঁজার পেছনে যার সংকেত সবচে' বেশী কাজ করেছে আমাদের মনে হয়েছে, তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ীপ্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদুত, মরুপলাশ এর আত্মার আত্মীয়, মরুপলাশ এর নিয়মিত কলামিষ্ট এবং যিনি চলতি বছরের শুরুতে রিয়াদ এলে মরুপলাশ সম্পাদকের বাসায় ভিজিট করেছিলেন, সেই তিনি মন্ত্রী মহোদয়ের ছোট ভাই ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

রিয়াদ প্যালেসের করিডোর দিয়ে মন্ত্রীমহোদয়কে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের ভেতরে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছিলেন সংবর্ধনা আয়োজনকারীদের প্রধান বাংলাদেশী পণ্য আমদানীকারক সমিতির সভাপতি, জালালাবাদ এসোসিয়েশান এরও সভাপতি এবং সিলেট উইমেন মেডিক্যাল কলেজের পরিচালক জনাব কাপ্তান হোসেন-তিনিই দেওয়ান বাসেতকে সামনে দেখে মন্ত্রীমহোদয়কে ইঙ্গিত করে বললেন-মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এই হচ্ছে আপনার দেওয়ান বাসেত।

এর সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রীমহোদয়ের হাতে হাত মিলান মরুপলাশ সম্পাদক, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সউদী আরব শাখার সভাপতি ও চাঁদপুর এসোসিয়েশান,রিয়াদ এর সভাপতি ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত। এখানে মাত্র দুচারটি শব্দের বিনিময় হয়। মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্কেত ছিলো রাষ্ট্রদুতের বাসায় এলে সন্ধ্যায় কথা হবে। স্বস্থি পেলেন দেওয়ান এই ভেবে যে, একদিন পূর্বেই মান্যবর রাষ্ট্রদুত মু. শহীদুল ইসলাম তাঁর বাসভবনে চায়ের দাওয়াত দিয়ে রেখেছেন। অতএব বিষয়টি সোনায় সোহাগে পরিণত হলো।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এর সঙ্গে করমর্দন করছেন দেওয়ান আবদুল বাসেত, মাঝে হাস্যোজ্জল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব কাওান হোসেন। এমন চমৎকার মুহূর্তটিকে আরব নিউজের ক্যামেরায় ধরে রাখেন জনাব ইকবাল হোসেন।

সন্ধ্যা তখন ৭ঃ৩০মিঃ। দেওয়ান বাসেত পৌঁছলেন মান্যবর রাষ্ট্রদুতের বাসভবনে। তিনি বাসভবনের প্রবেশ দ্বারেই এমনিভাবে আমন্ত্রিত বাঙালি কমিউনিটির অতিথিদের স্বাগতম জানিয়ে বরণ করে নিচ্ছিলেন। মান্যবর রাষ্ট্রদুত মু. শহীদুল ইসলাম এর সঙ্গে ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত এর হৃদ্ধতাপূর্ণ সেই করমর্দনের মুহূর্তটি আরব নিউজের ষ্টাপ ফটোগ্রাফার ইকবাল হোসেনের ক্যামেরাতে এভাবেই ধরা পড়ে।

এরপর সবুজ তারুণ্যে ভরপুর মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সউদী রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন থেকে রাষ্ট্রদুতের বাসভবনে এলেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আলাপ পরিচয় করলেন। তারপরই মিডিয়ার লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু। একাত্তরের ঘাতক দালাল নিমুল কমিটি সউদী আরব শাখার সভাপতি ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেতের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করতে যাবেন এমনি সময় চরম ব্যস্ততার অজুহাতে আরব নিউজের প্রতিনিধি এসেই প্রশ্ন করা শুরু করলেন। চমৎকার সব ইংরেজী শব্দের গাঁথুনি দিয়ে অবলীলায় বলে গেলেন সউদী আরবে তাঁর সফর এবং সফরের সফলতা সম্পর্কে। ইংরেজীতে এমন স্বাবলীলভাবে বলে গেলেন, মনে হয়েছে যে তিনি নিজ মাতৃভাষাতেই কথা বলছেন। আরব নিউজের প্রতিনিধি বিদেশী সেই সাংবাদিক মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন মন্ত্রীর মুখের দিকে। ব্যস্ততম মন্ত্রীর সময়ের স্বল্পতার কারনে এখানেই বাংলাদেশের স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের দু একজন মন্ত্রী মহোদয়ের কথাবার্তা ধারণ করতে শুরু করেন। মন্ত্রী জানালেন- মৌচাক থেকে মগবাজার ফ্লাইওভারঃ ঢাকা মৌচাক থেকে মগবাজার পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মানে সউদী সরকার ৩৭৩কোটি টাকা সহায়তা দেবে। এ বিষয়ে গতকালই (০২জুলাই'১১) সউদী অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। জেদ্দায় সউদী আরবের অর্থমন্ত্রী ইব্রাহীম বিন আবদুল আজীজ আল আসাফ এবং আমি নিজ নিজ দেশের পক্ষে সেই স্বাক্ষরে সই করেছি।এই ফ্লাইওভার নির্মানে খরচ হবে সাড়ে ১১কোটি ডলার। বর্তমান সরকারের মেয়াদেই এই কাজ শেষ করার কথা আছে।

এরপর শুরু করলেন সউদী আরব নিমুল কমিটির সভাপতি মরুপলাশ সম্পাদক ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত। সেখানে তখন মন্ত্রীর পাশে বসে সউদী আরব নির্মুল কমিটির প্রধান উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ আলী নুর গভীর মনোযোগে মন্ত্রী মহোদয়ের কথা শোনেন। নির্মুল কমিটি সউদী আরব শাখার সভাপতি দেওয়ান বাসেত মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করে বললেন-বর্তমান সরকারের যুদ্ধাপরাধী তথা মানবতাবিরোধীদের বিচারকার্য শুরু করাতে আমরা প্রবাসীরা সীমাহীন খুশি ও সরকার অন্তবিহীন ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমাদের দাবী যুদ্বাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত করুন। আমাদের মনে হয়েছে সরকারের প্রশাসনের ভেতরে কিছু সংক্ষক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি রয়েছে, যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বার বারই বিলম্ব ঘটাচ্ছে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী আপনার কাছে আমরা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি সউদী আরব শাখা সুশৃংখলিত একটি ব্যাখ্যা কামনা করছে।

মন্ত্রী মহোদয় এতক্ষণ যেমন আরব নিউজের সঙ্গে ইংরেজী শব্দের খই ফোটালেন তেমনি বাঙলায় তিনি অনর্গল বলে গেলেন তাঁর সরকারের জাতির জনক তনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনার কথা এবং বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপের কথা। তিনি বললেন-তাঁর (প্রধানমন্ত্রীর) সেই সকল পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে আমি সীমাহীন শ্রম দিয়ে যাচ্ছি। ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির দাবী তথা পুরো জাতির দাবীকে সম্মান জানাতে, মানবতা বিরোধীদের যাতে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করা যায়, সে জন্য জাতীয় বাজেটে একটি বিশেষ বরাদ্ধ রেখেছি। আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মানবতা বিরোধীদের বিচারে আপসহীন। অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা বা রাখা কারোরই উচিৎ নয়। আমরা ২৪ঘন্টাই ইহার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তরে আপনারা যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাদের মতোই সেদিন আমিও অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে

দেশকে স্বাধীন করেছি। অতএব আমি যুদ্ধাপরাধী বা মানবতা বিরোধীদের বিচারের সব সময় সোচ্চার ছিলাম এখন আছি, ভবিষ্যতে থাকবো। বর্তমান সরকারের সময়েই মানবতা বিরোধীদের বিচার কার্য আমরা সমাপ্ত করবো ইনশাল্লাহ। এতে কোন শক্তিই আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সউদী আরবে ঘাতক দালাল নিমূল কমিটির শাখা আছে এবং তাদের কর্মপদ্ধতি জেনে মন্ত্রী খুশি হন এবং তাদের এই সাহসী পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানান। সে সঙ্গে আরো খুশি হন সউদী আরবে একটি বাংলা প্রকাশনা যা মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম বাংলা প্রকাশনা হিসেবে খ্যাত 'মরুপলাশ' ১৯৮৭সাল থেকে আজও টিকে আছে জেনে মন্ত্রী মহোদয় ধন্যবাদ জানান।

এখানকার বাংলাদেশী টিভি চ্যানেল এর কারা প্রতিনিধি, কি কি টিভি এদেশে আছে তা মন্ত্রী মহোদয় জানতে চান। তবে এ প্রসঙ্গে মরুপলাশ সম্পাদক জানান-এদেশে সাংবাদিকতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারপরও বাংলাদেশীরা সাংবাদিকতা করে। সেখানে সউদী সরকার কোন কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি। এতেই কী প্রমান হয়নি যে, সউদী আরব এর সঙ্গে বাংলাদেশের অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিরাজমান। অবশ্যই সউদী আরবের সরকার তথা জনগনের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক বর্তমান। তারা আমাদের বিপদে আপদে সব সময়ই পাশে দাঁড়িয়েছে, এখনও দাঁড়াচ্ছে। অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে সউদী আরবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ২০০৯সালে জাতির জনকের কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশ সফর করেন এবং বাদশা আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ আল সউদ এর সঙ্গে ভাতৃত্বের বন্ধন রচনা করে যান। তখন থেকেই আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নের যাত্রা শুরু। সউদী আরবে আমাদের এক বিশাল জনগোষ্ঠি কর্মরত তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সউদী কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত আন্তরিক বলেই তাঁরা আমাকে আশ্বস্থ করেছেন। এ কথা সমাপ্তিতে টিভি চ্যানেল সময় এবং মাছরাঙ্গা নামে দুটি টিভি চ্যানেল সহসাই আসছে বলে তিনি আমাদের জানালেন।যদিও আমরা জানি সময় ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে।

এরই ফাঁকে আবার আরব নিউজ এর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। সেই ত্রিমুখী প্রশ্নেও মাননীয় মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা বিরক্ত হতে দেখিনি। অসীম ধৈর্যের এক একটি প্রশ্ন শেষ না হতেই তিনি বোঝে নিয়েছেন-যে,কী প্রশ্ন তার সামনে দাঁড়াচ্ছে-অতএব বিরামহীন তিনি উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা মিডিয়ার লোকজনও অবাক বিস্ময়ে এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতোই চেয়ে থাকি সেই তারণ্যে ভরপুর বাংলাদেশের একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে।

ছবিঃ ইকবাল হোসাইন, আরব নিউজ
গ্রন্থনাঃ সজল রহমান